চীনদেশে শিশুর শিক্ষা

জোবেদা খানম

প্রাথমিক স্কুল

প্রাথমিক স্কুলে ৬/৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়ে ১২/১৩ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করে। প্রাথমিক স্কুল বাধ্যতামূলক। এই স্কুলে পড়াশুনা ছাড়া তাদের অর্থকরী শিক্ষা দেয়া হয়। প্রত্যেকটি স্কুলে কোন না কোন কল-কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ এবং ব্যবস্থা থাকেছ। শিশুদের দ্বারা যে সকল কাজ করা সম্ভব সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন সেই সকল কাজ শিশুদের দিয়ে করানো হয়। তার জন্যে তাদের মজুরী দেয়া হয়। মজুরীর পরিমাণ বড়দের মজুরীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম এবং অনেক সময় শিশুরা মজুরী নিজেরা না নিয়ে স্কুলের বিভিন্ন ফান্ডে জমা দেয়।। তবে ইচ্ছা করলে তারা নিজেরাও নিতে পারে। শরীরচর্চা এখানে বেশ কঠিন এবং পরিশ্রমসাধ্য হয়। এখানে তারা নানা শারীরিক কসরৎ শেখে। প্রাথমিক স্কুল থেকে শিশুরা পাইনিয়র দলে যোগ দেয়। পাইনিয়র একটি শিশু সংগঠন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো। শিশুরা প্রাথমিক স্কুল থেকে সব রকম শ্রম করবার শিক্ষা পেয়ে থাকে এবং সব রকম কাজকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করে তারা চলে যায় সেকেন্ডারী স্কুলে, সেখান থেকে কলেজে।

আমি সেকেন্ডারী স্কুল এবং কলেজ শিক্ষা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করছি না। তাহলে আমার প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বড় হয়ে যাবে।

শিক্ষার ধারা

চীনে শিশুদের সামনে সব সময় আত্মত্যাগী দেশ নেতাদের আদর্শ তুলে ধরা হয় এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে গড়ে ওঠার জন্য প্রেরণা জোগানো হয়। গান, গল্প, নাটক, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে নেতাদের আদর্শ সম্বন্ধে শিশুদের সচেতন করা হয়। চীন সরকার বিশ্বাস করেন এই ধারা অনুসরণ করার ফলে চীনের শিশুরা আদর্শ চরিত্রের নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি করার জন্য প্রতিদিন চিন্তা-ভাবনা করছেন চীনা কর্তৃপক্ষ। শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষকদের পাঁচটি নীতি বেঁধে দেয়া হয়েছে, যে নীতি সকল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

(১) শিক্ষা দেয়ার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ।

(২) আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা দেয়া এবং শিক্ষা ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা ক্লাসেই যাচাই করা।

(৩) ছাত্রছাত্রীর খাতা প্রভৃতি নিয়মিত সংশোধন করা।

(৪) প্রতিটি শিশুর প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং যত্ন নেয়া।

(৫) প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর পিতামাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর কাজ

(১) শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা করা। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

(২) ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হওয়া।

ছাত্রছাত্রীর কাজ

(১) নিয়মিত প্রতি দিনের পড়া তৈরি করা এবং পরীক্ষায় ভাল ফল করা;

(২) ভাল চিন্তা করা;

(৩) স্বাস্থ্যবান হওয়ার জন্য শরীরচর্চা করা।

স্কুলে শরীরচর্চার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং এই ব্যবস্থা অনুসারে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করা হয়।

(১) নিয়মিত শরীরচর্চা এবং খেলাধুলা;

(২) চোখের ব্যায়াম করা;

(৩) নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা;

(৪) রোগ প্রতিরোধক শক্তি গড়ে তোলার জন্য টিকা-ইনজেকশন দেয়া,

(৫) প্রতি মাসে দুইবার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে আলোচনা করা।

অপরাধী শিশু সংশোধন স্কুল

আমি একটি অপরাধী শিশু সংশোধন স্কুল পরিদর্শন করেছি। সেখানে ২০০ ছেলেমেয়ে ছিল। এই সকল ছেলেমেয়ের তাদের জীবনে কিছু অন্যায় কাজ করেছে এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের বাপ-মায়েরা এই সকল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের মিশতে দিতে চায় না, সেজন্য তাদের সংশোধন স্কুলে ভর্তি করা হয়। এই স্কুলে তারা দেড় থেকে দুই বছর থাকে এবং শতকরা আশি ভাগ শিশু সংশোধিত হয়ে ভাল স্কুলে ভর্তি হয়। কর্তৃপক্ষের মতে ফলাফল খুব ভাল এবং বহু শিশু যারা এই স্কুলে শিক্ষা লাভ করেছে তারা বড় হয়ে সুখী জীবন যাপন করছে। এখানে ভাষা, শরীরচর্চা, সঙ্গীত, অংক প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাদের দিয়ে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ সব চেয়ে বেশি করানো হয়। সপ্তাহে ২ দিন সাধারণ শিশুর পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব নয় সেই রকম কঠিন কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে হয় তাদের। তারা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, চাষের কাজ করে, পশুপালন করে এই ধরনের অনেক কাজ তারা করে থাকে। পরিচালকের ধারণা কঠিন কাজ করলে এই সকল শিশুদের কলুষিত অংশ এবং জীবন সম্বন্ধে একটি চিন্তা তাদের মনে জাগে। তারা ভাল হওয়ার জন্যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে।

বিদেশের একটি কিন্ডারগার্টেন